দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... JUL 9 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

মাদ্রাসা ॥ অনভিপ্রেত বিতর্ক

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে একটি অনভিপ্রেত বিতর্ক চলছে দেশে। বেশ বোঝা যাচ্ছে একটি রাজনৈতিক মহল এবং কিছু ভিন্ন চরিত্রের পত্রিকা মাদ্রাসা শিক্ষাকে কেন্দ্র করে একটি রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করতে চাচ্ছে। এরা উস্কানি দিচ্ছে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে। এই প্রেক্ষাপটে তাই এ প্রশ্নটাও তুলতে হচ্ছে যে, ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেই কি সব অনিয়ম-অনৈতিক বিষয় মেনে নিতে হবে মুখ বুঁজে?

বরং যুক্তি তো একথাই বলে যে, মাদ্রাসা যেহেতু ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেহেতু এগুলোকে কঠোরভাবে বিধিবিধান মেনে চালানো প্রয়োজন। কিন্তু তা কি হচ্ছে? গত বুধবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক সংবাদ মোতাবেক শিক্ষামন্ত্রী সংসদে যা বলেছেন তা হলো, নীতিমালা না মেনে কিছু ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারী টাকা উঠিয়ে নিচ্ছে। নীতিমালা অনুযায়ী এদের ব্যাংক গ্যারান্টি নেই, প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং অবকাঠামো নেই, ছাত্রছাত্রী নেই, এমনকি শিক্ষক পর্যন্ত নেই। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড তদন্ত করে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণস্বরূপ স্বীকৃতি বাতিল করেছে। এ কারণে সরকার এদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ স্থগিত রেখেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু মাদ্রাসাই নয় বেশ কিছু স্কুল-কলেজও রয়েছে। মন্ত্রী জানান, প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ সাপেক্ষে বোর্ড এদের স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিলেই আবার বরাদ্দ দেয়া হবে।

কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতা এবং বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির পক্ষাবলম্বনকারী কিছু পত্রিকা কিন্তু এই ঘটনাকে 'ইসলামের শিকড় কাটার ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিত করছে। কেউ বলছে, 'সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।' সংসদেও এক বিরোধীদলীয় নেতা মঙ্গলবার অভিযোগ করেন সরকার তিন শ' মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে।

দৈনিক জনকণ্ঠসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, সত্যিই নীতিমালা লঙ্ঘন করায় এবং ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় দু'শ'র বেশি মাদ্রাসার স্বীকৃতি এবং মাস্থলি পে অর্ডার বা এমপিওভুক্তি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এই পদক্ষেপ নেয়াকে কিভাবে 'মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র' বা 'ইসলামের শিকড় কাটা' বলা হয় তা বোধগম্য নয়। সাধারণ যুক্তিতে বোধগম্য না হলেও প্রচারণা এভাবেই চলছে। ইসলাম ধর্ম হিসাবে সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক হলেও 'ইসলাম পছন্দ' হিসাবে পরিচিত রাজনৈতিক দলের নেতা ও পত্রিকাগুলো কিন্তু প্রকারান্তরে অনৈতিক বিষয়গুলোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চালাচ্ছে। তাদের কথা মানলে তো ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছাড় দিতে হয় যারা প্রতারকতা করে সরকারী কোষাগারের টাকা লোপাট করে দিচ্ছে, তাদের অপকর্মকেও প্রশ্রয় দিতে হয়। যেহেতু দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য মাদ্রাসাসহ প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজের বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেহেতু দেশব্যাপী এখন সরকারী 'শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি'র বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়! যদি মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে মেনে নেয়া হয়, ছাত্রের চেয়ে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা বেশি এমন প্রতিষ্ঠানকে মেনে নেয়া হয়, যদি তহবিল ও অবকাঠামোহীন মাদ্রাসাকে মেনে নেয়া হয় তাহলে তো একই অভিযোগে অভিযুক্ত প্রাথমিক স্কুল ও কলেজগুলোকেও ছাড় দিতে হয়। এর ফলে শিক্ষার মতো একটি আদর্শিক বিষয় অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিপতিত হবে না কি?

ভুয়া মাদ্রাসা এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে সরকারী টাকা লোপাটের সুযোগ তৈরি হয়েছিল নিশ্চয় সুযোগসন্ধানীরা অযাচিত প্রশ্রয় পাওয়ায়। জাল-জোচ্চুরি একটা বিষয় যে ছিল সেটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ টের পেয়েছিল বেশ আগেই এ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে সরকারী অনুদান ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল মাদ্রাসা জরিপের উদ্যোগ নেয় সরকার। দেশের ৪৬০টি থানার নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে প্রতি থানায় তিন সদস্যের একটি পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ছাড়াও এ কমিটিতে ছিলেন থানা প্রকৌশলী (ফ্যাসিলিটিজ) ও থানা শিক্ষা অফিসার। ওই কমিটিগুলো ইতোমধ্যে রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে, তার ভিত্তিতেই মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা সরেজমিন পরিদর্শন করে কিছু মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি সাময়িকভাবে প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেন। ফলে দুর্নীতিবাজ কুচক্রীদের স্বার্থে ঘা পড়ে। কিন্তু এদের পাশে এখন দেখা যাচ্ছে প্রধান বিরোধী দলসহ কিছু ইসলামপছন্দ রাজনৈতিক দল এবং পত্রিকা ধর্মীয় অজুহাত তুলে রাজনৈতিক উস্কানি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। কিন্তু একেবারে তো মাদ্রাসাগুলোকে বাতিল করে দেয়া হয়নি, আপীল ও নীতিমালা পূরণের সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষামন্ত্রী সংসদে যে তথ্য জানিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে আগের সরকারের আমলের চেয়ে বর্তমান সরকারের আমলে মাদ্রাসা খাতে বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং প্রায় ৬ হাজার মাদ্রাসা সরকার-প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। গত অর্থবছরেও দু'শ' মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। দৃশ্যপট যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে যে সব অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার ভিত্তি কি? শিক্ষামন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন, ১৯৯৫ সালে তৎকালীন সরকার প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতেই একটি তদন্ত টিম করা হয়েছিল যার রিপোর্টে দেখা গেছে প্রায় ১৮শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নীতিমালা ছাড়াই চলছে। ১৮শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ'দুয়েক যদি মাদ্রাসা হয় এবং অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেই কি 'ইসলামের শিকড় কাটার ষড়যন্ত্র' হয়ে যায়?

আসলে বেশ বোঝা যাচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ীদের এক ষড়যন্ত্র কাজ করছে মাদ্রাসা বন্ধ করার ধুয়া তোলার পিছনে। মিথ্যা ও হীন উদ্দেশ্যের এ প্রচারণার বিরুদ্ধে সরকার ও প্রগতিশীল জনগোষ্ঠীকে ঐকবদ্ধ হতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগে নিয়মনীতির মধ্যে আনতে হবে, কোনক্রমেই সরকারী অর্থ লোপাট হতে দেয়া যাবে না। 'মাদ্রাসা বন্ধে'র তথাকথিত অপপ্রচারে যারা লিপ্ত তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক। এক্ষেত্রে ইসলামকে টেনে এনে তারা সৎ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়নি।